Sanatan Dharma

শ্মশানরাত্রি যোগ সাধনা

শ্মশানরাত্রি যোগ সাধনা

শ্মশানযোগ কোনো সাধারণ যোগ নয়। এটি মৃত্যুকে উপলব্ধি করে জীবনের মায়া কাটিয়ে, নিজেকে আত্মজ্ঞান ও চিত্তের পরিপূর্ণ সংযমে নিয়ে যাওয়ার একটি অতি গোপন ও ভয়ের উপরে স্থাপিত সাধনা।

প্রাথমিক প্রস্তুতি:

1. দেহশুদ্ধি: রুদ্রাভিষেক বা নারায়ণনাগবলি & ত্রিপিণ্ডি দান করে দেহ ও চেতনা প্রস্তুত করা।

2. রক্ষাচক্র: শ্মশান প্রবেশের পূর্বে রক্ষাযন্ত্র ধারণ (যেমন কালী/ভৈরবের ত্রিশূলচক্র)।

3. নির্জনতা: একা বা গুরুপ্রদত্ত সহযোগে (সাধনার সময় কেউ যেন বিঘ্ন না ঘটায়)।

যোগ ও তন্ত্রক্রিয়া:

১. শ্মশানভৈরব ধ্যান:-চোখ বন্ধ করে চিতার আলো ও ধোঁয়া কল্পনায় এনে ভৈরব রূপ চিন্তা।মন্ত্র:ওঁ কালভৈরবায় নমঃ।

২. কালী বা চামুণ্ডা ধ্যান (স্মশানকালী):-কল্পনায় দেবীকে চিতাভস্মে আবৃত, খপ্পর হাতে, পশুর মুন্ড ধারণকারী ভাবা।মন্ত্র: ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।

৩. চিতাভস্ম তিলক:-একটি সদ্য জ্বলন্ত চিতার ছাই মাথায় তিলক করে প্রয়োগ □ “মৃত্যুর ছোঁয়া দিয়ে জীবনের মায়া ভাঙা”।

৪. প্রবেশে মন্ত্র ও সংযম:-চিতার চারপাশে বসে সাধক জপ করেন, চিতার দিকে না

Published on: Jun, 22 2025 11:02

করে নয়। প্রয়োগযোগ্য মন্ত্র (গুরু কর্তৃক অনুমোদিত হলে):

□□ সতর্কতা ও বিধি:

গুরুবিহীন এই সাধনা করবেন না □ কারণ এটি জীবনের খুব সূক্ষ্ম স্তরে কষ্ট ও বিপদ ডেকে আনতে পারে।

চিতা স্পর্শ নয় □ শুধুমাত্র ছায়া বা ছাই ব্যবহার করা যায়।

দেহরক্ষার জন্য বজ্রকবচ বা "অঘোরকবচ" ধারণ আবশ্যক।

Published on: Jun, 22 2025 11:02